Vol. 29 | No. 1 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত

Volume	29
Issue	1
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	October 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v29i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i1.7
Pages	179-187
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত ॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ॥ প্রকাশক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃষ্ঠা : ১৬+২৭৩, মূল্য : পঞ্চাশ টাকা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী নৈরাজ্য-নৈরাশ্য-অবক্ষয়-ভগ্নচূর্ণ মূল্যবোধ আর নৈঃসঙ্গ্যতাড়িত অনিকেত-মানসিকতার পটভূমিতে, টি. এস. এলিয়টের (১৮৮৮-১৯৬৫) 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' (১৯২২) ও 'দি হলো ম্যান' (১৯২৫)-এর আন্তরপ্রেরণায় আধুনিক বাংলা কবিতার অঙ্কুরোদ্‌গম। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় কবি-চৈতন্য আত্তীকরণ করে, বাংলা সাহিত্যে তিরিশের দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী প্রতিভাবানরা, তাঁরাই নতুন পর্বের আধুনিক বাংলা কবিতার জনয়িতা। সুধীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-প্রেমেন্দ্র-অন্নদাশঙ্কর-অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ, প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো বিস্তৃত ছায়া-প্রসারী রবীন্দ্র-সৃষ্টিস্নেহে বর্ধিত হয়েও নির্মাণ-প্রয়াসী ছিলেন রবীন্দ্র-প্রসন্নতা-শূন্য নতুন সাহিত্য-অভিরুচি, যাকে স্ফটিক-সংহতভাবে কখনো বলা হয়েছে 'বিষয়ের আত্মতা', কখনো 'অবৈকল্য আর অকপটতা', কখনো-বা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে এভাবে :

> আধুনিক কবিতায় যা লক্ষ্য করি, তা একান্তভাবেই নগরভিত্তিক ও আত্মসচেতন, বাস্তবমুখী ও মনস্তত্ত্বধর্মী। আমাদের কালের মধ্য দিয়ে দুটি রুধির নদী প্রবাহিত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তা আমাদের পূর্বতন আশা-ভরসাকে নির্মূল করেছে। ফলে এসেছে তিক্ততা, হতাশা ও বেদনা; এসেছে স্বপ্নাতুর রোমান্টিকতার বিপর্যাস, প্রখর রৌদ্রের দ্বিপ্রহর। সংস্কারমুক্তি ও কেন্দ্রাপসরণ, বিশ্ববীক্ষা ও বৈদেশিকতা, নাগরিকতা ও তির্যক

দৃষ্টি-সমন্বিত জীবনবোধ, অকপট সত্যনিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ আত্ম-বিশ্লেষণে আগ্রহ আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাধান্য লাভ করেছে।[১]

—প্রথম জীবন, এঁরা প্রায় সকলেই, উপনিষদের শিল্পভাষ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে খুঁজে নিয়েছেন তাঁদের আত্ম-প্রকাশের উপাদানপুঞ্জ; কিন্তু অচিরেই, নিজেদের দহন-প্রজ্ঞা-আনন্দ-প্রাতিস্বিকতা দিয়ে রবীন্দ্রবৃত্তের জ্যা ছিঁড়ে তাঁরা পৌঁছে গেছেন স্বকীয় রাজ্যে এবং বিশ্ব-ঐতিহ্য মন্থন করে নির্মাণ করেছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্বর্ণোজ্জ্বল ধারা।

তিরিশের শ্রম আর সিদ্ধিতে আধুনিক বাংলা কবিতার যে ঋদ্ধি, তার বিষয়-বিশ্লেষণ ও শিল্পরূপ-বিচার শুরু হয়েছে ঐ তিরিশের প্রতি-ভার আন্তরগরজেই। জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব প্রমুখ, কেবল সৃষ্টিশীল সাহিত্যই নির্মাণ করেননি, বরং আধুনিক সাহিত্যের বিশ্লেষণ-শৈলী তাঁদের কলম দিয়েই প্রথম বেরিয়েছে। 'কবিতার কথা' (১৯৫৬), 'স্বগত' (১৯৫৭), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৯৫৭) কিংবা 'কালের পুতুল' (১৯৪৬) প্রভৃতি গ্রন্থেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও প্রকরণ-প্রসাধন বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া নতুন 'মাত্রায় সূচিত হয়। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গে আবু সয়ীদ আইয়ুব, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বাসন্তীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু বসু, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, অশ্রুকুমার সিকদার, শুদ্ধসত্ত্ব বসুসহ অনেক সাহিত্য-সমালোচক আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিচিত্র মাত্রায় ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিচার-বিশ্লেষণ-বিবেচনা করেছেন। এঁদের প্রজ্ঞা-পরিচালিত বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় আধুনিক বাংলা কবিতার বিচিত্র প্রান্ত আলোকোদ্ভাসিত হয়েছে এবং এ-ভাবেই নির্মিত হয়েছে আধুনিক কবিতা-সমালোচনার একটা দীপ্র ধারা।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) যেমন বলেছেন, পূর্ববাংলার শ্যামল মাটি এদেশের মানুষকে করে তোলে উদাস ও কর্মবিমুখ, ফলে এখানে প্রাচীন কাল থেকেই জন্ম নিয়েছে অগণন কবি। কিন্তু উদাস আর কর্মবিমুখতার কারণে কবির জন্ম হলেও, কবিতা-সমালোচকের জন্ম, অন্য সকল পরিশ্রমী মানুষের মতোই, এদেশে একদম হাতে

গোণা। আধুনিক বাংলা কবিতা-সমালোচনার ধারার দিকে তাকালেই হুমায়ুন কবিরের ঐ অবিস্মরণীয় বিশ্লেষণের যাথার্থ্য উপলব্ধ হয়। আর্থনীতিক-সামাজিক-রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতে মনে রেখেও একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, আধুনিক বাংলা কবিতা-সমালোচনার ধারায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশের অবদান নিষ্প্রভ এবং তা রাখেনি তেমন কোন প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর।

বাংলাদেশে আধুনিক বাংলা কবিতা-সমালোচনার এই দীনতার পটভূমিতে অতি-সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ-বিশ্লেষণ নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান রচিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক গবেষণামূলক গ্রন্থটির কথাই আমি বলছি। আমাদের জানা মতে, ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে তিরিশোত্তর আধুনিক কবিতার বিভিন্ন প্রান্ত নিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন—হাসান হাফিজুর রহমান (আধুনিক কবি ও কবিতা, ১৯৬৫), সৈয়দ আলী আহসান (আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে, ১৯৭০), আবদুল মান্নান সৈয়দ (শুদ্ধতম কবি, ১৯৭২; দশ দিগন্তের দ্রষ্টা, ১৯৮০), বেগম আক্তার কামাল (বিষ্ণু দে-র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ, ১৯৭৭) প্রমুখ। কিন্তু আধুনিক বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিত এবং প্রসঙ্গ ও প্রকরণের একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ এঁদের কারোই অন্বিষ্ট ছিল না; এঁরা বিশেষ একজন কবি কিংবা একটা বিশেষ প্রসঙ্গ বা প্রবণতা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছয় জন শ্রেষ্ঠমানের আধুনিক বাঙালি কবির কাব্য-সাহিত্য বিবেচনা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে এবং তুলে ধরেছেন আধুনিক কবিতা সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছ এবং স্বতন্ত্র বিবেচনা।

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'আধুনিক বাংলা কবিতা : প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতীয়র রহমান ফাউন্ডেশন আয়োজিত ১৯৮০ সালের মতীয়র রহমান বক্তৃতামালার গ্রন্থরূপ। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত হয়েছে এবং বলা

যেতে পারে এটি সম্পূর্ণ নতুন করেই লিখিত হয়েছে। পরিশিষ্ট ব্যতীত মোট আটটি অধ্যায় মিলে সৃষ্টি হয়েছে 'আধুনিক বাংলা কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' গ্রন্থের অবয়ব। গ্রন্থের অধ্যায়গুলো হচ্ছে—'আধুনিক কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত', 'জীবনানন্দ দাশ: তিমির হননে', 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে', 'বিষ্ণু দে: নব জগতের নির্মাণে', 'অমিয় চক্রবর্তী: ঘরে ফেরা', 'প্রেমেন্দ্র মিত্র: একটি আছে ফুলকি', 'বুদ্ধদেব বসু: যৌবন, জীবন' এবং 'উপসংহার'। পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট মতীয়র রহমান বক্তৃতামালা—১৯৮০-র পাঁচটি বক্তৃতা। অনুষ্ঠানে পাঁচ জন সভাপতির ভাষণ আলোচ্য গ্রন্থের মৌল-চারিত্র এবং লেখকের বিবেচনাবোধ ও বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া অনুধাবনের জন্যে সবিশেষ গুরুত্ববহ।

'আধুনিক কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তুলে ধরেছেন একজন কবির সামাজিক ও শৈল্পিক দায়িত্ববোধ এবং উচ্চারণ করেছেন এই অসামান্য উক্তি—"তাঁর (কবির) সৃজনী-প্রতিভার স্বাভাবিক আত্মোপলব্ধিতে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের স্বাধীনতার স্বাদ; তাই রাজনৈতিক পরাধীনতার মধ্যেও তাঁরই কণ্ঠে জাগে বিদ্রোহের বিপ্লবের স্বাধীনতার গান।"[২] এ-অধ্যায়ে, লেখক, অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, আধুনিক কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন করেছেন; দুই মহাযুদ্ধের মধ্যকালীন বিশ্ব-কবিতাভবনের সামগ্রিক পটে বিন্যাস করেছেন তিরিশোত্তর বাংলা কবিতাকে। এ-সূত্রেই তিনি আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর মৌল-অন্বিষ্ট উল্লেখ করেছেন এভাবে:

> দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের য়ুরোপীয় বিশেষত ইংরেজী সাহিত্যতত্ত্বের···পরিপ্রেক্ষিত তিরিশ দশকের বিবেচনাধীন বাঙালী কবিদের প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই বিবেচ্য, এই কবিরা য়ুরোপ-মনস্কতা নিয়ে কতদূর স্বাদেশিক, কতদূর আন্তর্জাতিক; কতদূর তাঁরা গেছেন কবির বিত্তহীনতা থেকে পেশাগত পরিচয়ের জটিলতায়; কি অর্থে তাঁরা প্রাসঙ্গিক সমকালের এবং উত্তরসূরির চোখে।[৩]

গ্রন্থভুক্ত দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'জীবনানন্দ দাশ : তিমির হননে'। এ-প্রবন্ধে, লেখক, জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিমানসের উত্তরণ-সম্ভব ক্রমবিকাশ-রেখা নির্মাণ করেছেন এবং নির্দেশ করেছেন এই সত্য যে, নেতি আর নাস্তি দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও জীবনানন্দ দাশ পরিণতিতে পৌঁছে গেছেন অনিমেষ আলোর বলয়ে—তিনি জয়ধ্বনি করেছেন জীবনের সম্ভাবনার, অরুণোদয়ের। জীবনানন্দ দাশের কবিমানসে কিভাবে এবং কোন মাত্রায় পাশ্চাত্য কবি-চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—তার তথ্য-নির্ভর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে এখানে। কোন কোন সমালোচক, বিবেচনা করেছেন জীবনানন্দ দাশকে, বাংলা কবিতায় পরাবাস্তব বা সুরিয়ালিজমের প্রবর্তক হিসেবে। লেখক এই সূত্রে সুরিয়ালিজমের আন্তরবৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন যে, "পরাবাস্তব জীবনানন্দকে আমূণ্ড গ্রাস করেনি। তিনি বাংলা কবিতায় পরাবাস্তবের উপমা-রূপক-চিত্রকল্প প্রথম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ঐ-সব প্রয়োগ ছিন্ন-ভিন্ন অবিন্যস্ত অশোধিত নয় এবং তাঁর কবিতা অবশেষে সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের মোজায়েকে দাঁড়িয়েছে।''' জীবনানন্দ দাশের উপমা-রূপক চিত্র-কল্প সুরিয়েলিজম আক্রান্ত কিন্তু তাঁর কবিতা সুরিয়েলিজম-অতিক্রান্ত।"[৪]

জীবনানন্দ দাশ উত্তর-সামরিক ইউরোপীয় কবিচৈতন্য আত্তীকরণ করে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হন। ফলতঃ তাঁর অনেক কবিতায়, সঙ্গত কারণেই, প্রভাব পড়েছে একাধিক ইউরোপীয় কবির। কিন্তু মৌলিকতার প্রশ্নে সৃষ্টিশীল-প্রতিভার বিশ্ব-উত্তরাধিকার এবং বিশ্ব-মনস্কতা নির্দেশের পরিবর্তে, অধিকাংশ সমালোচক একে বলেছেন অনুকরণ। এ-বিষয়টিও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এ-প্রবন্ধে পুনর্বিবেচনা করেছেন; অনুকরণ না বলে তিনি একে বলেছেন অনুপ্রেরণা। এ-প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জা-মানের অনুভবসঞ্চারী বিবেচনা :

> যারা পালকের কাল ছিল আত্মানুসন্ধানের জন্যে পূর্বসূরির কাব্য-ধারায় অবগাহন আর পরবর্তী কাব্যসমূহের কাল হচ্ছে ইউ-রোপ-মনস্কতার, সংশ্লেষ চেতনার, বিশ্ব প্রেক্ষাপটে প্রসৃত আত্ম-আবিষ্কারের। অনুপ্রেরণার সন্ধানে জীবনানন্দের এই আহরণের সঙ্গে তুলনীয় মধুসূদন, এজরা পাউন্ড, টি. এস. এলিয়টের আহরণ।[৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীব্যাপী নৈরাজ্য-নৈরাশ্য আর ছিন্ন-চূর্ণ মূল্যবোধের পটভূমিতে 'রবীন্দ্রনাথের পর সর্বগুণান্বিত' বাঙালি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) বিশ্বাসে-চেতনায় হয়েছিলেন ত্রিশঙ্কু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব-বিকৃতিতে তাঁর জীবনবোধ আর কবি-চৈতন্য সতত পীড়িত হয়েছে প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবি-চৈতন্যের এই ত্রিশঙ্কু-পট উন্মোচিত হয়েছে 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে' শীর্ষক অধ্যায়ে। সুধীন্দ্রনাথের পীড়িত-প্রত্যয়ের স্বরূপ-নির্দেশে লেখকের বিবেচনা স্মরণীয়----"সুধীন্দ্রনাথের চোখে মানবজাতির জন্যে সান্ত্বনার সম্ভাবনাও দুর্নিরীক্ষ্য। তিনি বিশ্বাস করেননি, এলিয়টের মতো, ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যাবর্তনেই মোক্ষ ; ভাবেননি, মধ্যপর্যায়ের জীবনানন্দ দাশের মতো, প্রকৃতি সংলগ্নতাই অভীষ্ট লক্ষ্য ; গ্রহণ করেননি, বিষ্ণু দে'র মতো, সকল সমাধানে মার্কসবাদের পক্ষ। বস্তুতঃ কক্ষচ্যুত তিনি আজীবনই। ঘোষিত জড়বাদী কিন্তু অবশেষে নিরীশ্বর কিনা সন্দেহ। ···তিনি এন্টি-রোম্যান্টিকতার অভিসারী কিন্তু পরিণামে গভীর রোম্যান্টিক। যথার্থ প্রতীকী নন তিনি মালার্মে কি ভালেরির মতো ; বরং ভেরেলিন ডাকেন তাঁকে, বাজাতে চান শব্দমন্ত্রে অসম্ভব অর্কেস্ট্রা।"[৬] সুধীন্দ্রনাথ দত্তের "অর্কেস্ট্রা" কবিতা বিশ্লেষণে লেখকের সাফল্য ও সিদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দচেতনা ও ছন্দ-প্রকৌশল বিশ্লেষণে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বিবেচনা তাৎপর্যবহ। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য এখানে উদ্ধরণীয় :

> ···বাংলা কবিতার ধারাক্রমের মধ্যে যে ধ্বনির আবর্ত আছে এবং ধ্বনি-সৈষম্য আছে, সেই ধারা থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কোন ব্যতিক্রম নন। যদিও সে-ধারা থেকে ব্যতিক্রম যেটা এসেছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে, সে হচ্ছে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এই বিষয়টি যথাযথ দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি সঙ্গতভাবেই বলেছেন যে বাংলা কবিতার ধারায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত শব্দ ব্যবহারে যে চাতুর্য দেখিয়েছেন, সেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের ধারাকে সুধীন্দ্রনাথ অবলম্বন করেছেন ; এবং রবীন্দ্রনাথের ধারাকেও তিনি অনুসরণ করেছেন।[৭]

'বিষ্ণু দে : নব জগতের নির্মাণে' শীর্ষক অধ্যায়ে লেখক বিষ্ণু দে-র (১৯০৯-৮২) কাব্যসত্তার পর্যায়ক্রমিকভাবে বিবেচনা করেছেন, এঁকেছেন তাঁর কবিসত্তার ক্রমবিকাশরেখা; বলেছেন এই সত্য—'মার্কসবাদে আস্থাই তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে-র প্রধান বৈশিষ্ট্য।' অবরুদ্ধ-শৃঙ্খলিত সমাজ-প্রতিবেশ থেকে বিষ্ণু দে চেয়েছেন উত্তরণ। তাই রোম্যান্টিক প্রবণতায় তিনি একদিকে গেছেন পুরাণ-রূপকথা—লোককাহিনীর জগতে; অপরদিকে মেধায়-মননে-স্নায়ুতে অঙ্গীকার করেছেন মার্কসবাদ। পৌরাণিক অনুষঙ্গ এবং মার্কসবাদ কিভাবে বিষ্ণু দে-র মানস-সংগঠনে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেছে, তার তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ আছে এ-আলোচনায়। বিষ্ণু দে যান্ত্রিক ভাবে মার্কসবাদী-চেতনা সাহিত্যে আনেননি; দর্শনের শিল্পরূপ সৃজনে তিনি পূর্বাপর ছিলেন সতর্ক, সচেতন, পরীক্ষা-প্রিয় এবং বিশ্ব-প্রসারিত। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বিবেচনা স্মরণীয় :

> ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্যে অডেন, স্পেন্ডার মার্কসবাদ থেকে সরে গেছেন; সুধীন্দ্রনাথ হয়েছেন সংশয়ী। কিন্তু বিষ্ণু দে আরাগঁ, এলুয়েরের মতই অবিচল এবং তাঁদের মতই রাজনৈতিক ভিন্ন-মতাবলম্বীর শিল্প-উৎকর্ষ থেকে চোখ ফেরাননি।'''মার্কসবাদকে মুখ্য জেনে বিষ্ণু দে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের প্রার্থিত সঙ্গতি থেকে বিচ্যুত হননি। সুধীন্দ্রনাথের মতই ছন্দ ও মিলে স্বাচ্ছন্দ্য ও পরীক্ষা-প্রবণতা তাঁরও বৈশিষ্ট্য; অনলস তিনি কবিভাষার শ্রম-সাধ্য নব নব রূপায়ণে।[৮]

পৃথিবী-পথিক কবিচৈতন্য অমিয় চক্রবর্তীর (জ. ১৯০১) শিল্পী-মানসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্ব-মনস্কতা। কাব্য-সাধনার ভোরবেলাতেই তিনি এক নিঃশ্বাসে পোর্ট সুদান পেরিয়ে ছুটেছেন মধ্য-এশিয়ায়, সেখান থেকে এডেন পেরিয়ে স্টার আইল্যান্ড হয়ে ছোটেন মেকং-এর উদ্দেশ্যে—সমগ্র এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা-আমেরিকা জুড়ে রচিত হয় তাঁর কবিতার বিশ্বপট। তবে কবিমানসের পরিণতিতে বিশ্ব-উত্তরাধিকার মন্থন শেষে তিনি স্বগৃহে ফেরার জন্যে উচ্চারণ করেন পৌনঃপুনিক আকাঙ্ক্ষা। অমিয় চক্রবর্তীর কবি-মানসের এই বিশ্ব-মনস্কতা

এবং স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের আত্যন্তিক অভীপ্সা আলোচিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের 'অমিয় চক্রবর্তী: ঘরে ফেরা' নামক অধ্যায়ে। অমিয় চক্রবর্তীর "সংগতি" কবিতা-বিশ্লেষণে লেখকের সাফল্য ও সিদ্ধি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'প্রেমেন্দ্র মিত্র : একটি আছে ফুলকি' অধ্যায়ে লেখক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের (জ. ১৯০৪) কবিতার প্রতীকধর্মিতা ও সমাজমনস্কতা তুলে ধরেছেন; তাঁকে বিবেচনা করেছেন নিরাশাকরোজ্জ্বল তিরিশের আশাবাদী কবি হিসেবে। গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় এ-প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত; এখানে নেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার একটা পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা। তবে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় ধরা পড়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি-মানসের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের মৌল-সূত্র। এ-প্রবন্ধটি, আমাদের মতে, আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

'বুদ্ধদেব বসু: যৌবন, জীবন' প্রবন্ধে তিরিশের অন্যতম কবি-ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮—৭৪) কবিমানসের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। তাঁর প্রেমের অঙ্গনে জৈবিক-বাসনা কোন্ মাত্রায় সংক্রিয় থেকেছে, তা-ই এখানের মুখ্য বিষয়।

'উপসংহার' অংশে লেখক একজন কবির সম্ভাবনা ও স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরেছেন; উচ্চারণ করেছেন এই প্রদীপ্ত বাক্যগুচ্ছ:

> কবির চোখে চাই···সুসমন্বিত, সুমহান, প্রশান্ত পৃথিবীর উপযুক্ত বিশ্বাসের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের সাফল্যের পথ তাঁর পরিপার্শ্বে ও বাস্তবে দৃঢ়মূল দাঁড়িয়েই তাঁকে সন্ধান করে যেতে হবে। নিরাশা-বাদী হওয়ার চেয়ে সোজা কাজ আর কিছু নেই; যে-কোন অলস অযোগ্যই নিরাশাবাদী। সে-পথ আর কবির নয়; কবির পথ নবজগতের নির্মাণের পথ, সে-পথ আশাবাদী।[৯]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আলোচ্য গ্রন্থে যান্ত্রিকভাবে কোন ধারণা বা মতবাদ কবির উপর আরোপ করেননি; বরং আভ্যন্তর তথ্যের ভিত্তিতে তিনি এখানে সত্যে উপনীত হতে চেয়েছেন। বিষয়ের প্রতি অভিনি-বেশের ঐকান্তিকতায়, বক্তব্যের প্রাতিস্বিকতায়, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা-

রীতির সাবলীলতায় এবং ভাষার প্রাঞ্জলতায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'আধুনিক বাংলা কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' গ্রন্থটি বাংলাদেশে আধুনিক কবিতা সমালোচনার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাগ্রসর সংযোজন।

তথ্যসঙ্কেত

১ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: "রবীন্দ্রমুহূর্ত", 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস' (সম্পাদক: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়), বাক্-সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৭৯

২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান: 'আধুনিক বাংলা কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত' ("আধুনিক কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত" প্রবন্ধ), পৃ. ১

৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৪ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : পূর্বোক্ত ("জীবনানন্দ দাশ: তিমির হননে" প্রবন্ধ), পৃ. ৪২-৪৩

৫ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান: পূর্বোক্ত ("সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে" প্রবন্ধ), পৃ. ৬১

৭ সৈয়দ আলী আহসান: মতীয়র রহমান বক্তৃতামালা—১৯৮০-র তৃতীয় বক্তৃতায় সভাপতির অভিভাষণ, দ্র. 'আধুনিক বাংলা কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : পূর্বোক্ত ("বিষ্ণু দে : নব জগতের নির্মাণে" প্রবন্ধ), পৃ. ১১৩

৯ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬

বিশ্বজিৎ ঘোষ